উপাচার্য পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করল ছাত্রলীগ

দাবির সুরাহা না হওয়ায় আজ থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা আন্দোলনকারীদের

যবিপ্রবি প্রতিনিধি

সেমিস্টার ফি কমানো, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াসহ ১২ দফা দাবিতে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) সব ফটক ও বাস বন্ধ করে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আটকে রাখেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এক পর্যায়ে তাঁরা উপাচার্যের কার্যালয়ের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেনকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। গতকাল শনিবার দিনভর এ ঘটনা ঘটে।

এ ছাড়া আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিলে উপাচার্যের সঙ্গে ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক তানভীর ফয়সালসহ তাঁদের অনুসারীদের বাগবিতণ্ডা হয়।

এ কারণে দাবির সুরাহা না হওয়ায় আজ রবিবার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেন আন্দোলনকারীরা।

ছাত্রলীগের ১২ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষার সুবিধার্থে অবিলম্বে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক

ভবনে লিফট লাগানো, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে ও ডেস্ক ক্যালেন্ডারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি বিকৃত মামলায় অভিযুক্তদের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, সুষ্ঠু তদন্ত ছাড়া কোনো শিক্ষার্থীর ওপর শাস্তি আরোপ বা সরাসরি বহিষ্কার না করা এবং বহিষ্কৃত সব শিক্ষার্থীর ওপর আরোপিত বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব উন্নয়নমূলক কাজে দুর্নীতির রিপোর্ট এসেছে, সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চতর তদন্ত কমিটি গঠন করা, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ থাকতে পারবেন না এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ও দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তাধীন সব শিক্ষক, কমকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িক বহিষ্কার এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে নিষেধ করার দাবি জানায় ছাত্রলীগ।

এ ছাড়া সেমিস্টার ফি কমানো, প্রথমবার অকৃতকার্য (রিটেক) ফি মওকুফ এবং দ্বিতীয় অকৃতকার্য ফি প্রতি ক্রেডিট বাবদ সর্বোচ্চ ২৫ টাকা নির্ধারণ, বিভাগ উন্নয়নের নামে অবৈধ টাকা নেওয়া বন্ধ, শিক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধে কিউআর কোড সম্পর্কিত খাতা প্রদান ও ইমগ্রুভমেন্ট সিস্টেম চালু করার দাবি জানানো হয়।

উপাচার্যের এয়ারমার্ক বাংলো ভাঙার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীদের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটূক্তিকারীদের বহিষ্কারের দাবিও জানান আন্দোলনকারীরা।

সার্বিক বিষয়ে উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আনুমানিক দুপুর ১২টার সময় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানা রেজিস্ট্রার দপ্তরের সামনে তাঁদের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে অবস্থান নেন। তখন আমি কথা বলতে গেলে ছাত্রলীগের সভাপতির সঙ্গে আমার উচ্চবাচ্য হয়। এ ঘটনার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর তাঁদের আরো বেশ কিছু কর্মীকে নিয়ে ১২ দফা দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন ও আমাকে আমার কার্যালয়ে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং এক পর্যায়ে আমার কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

’

তিনি আরো বলেন, ‘ছাত্রলীগের কারণে রেজিস্ট্রার দপ্তর, পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পূর্ত দপ্তর, প্রকৌশল দপ্তর, হিসাব দপ্তরসহ বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কাজ আটকে রয়েছে। তাদের কারণে দাপ্তরিক কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না। এর কারণ কী হতে পারে তা আমার চেয়ে আপনারাই ভালো বুঝবেন।’

ছাত্রলীগের ১২ দফা দাবি সম্পর্কে অধ্যাপক আনোয়ার বলেন, ‘সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি আমাকে দ্বিতীয় মেয়াদে যবিপ্রবিতে উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং গবেষণা ও কাজের সম্মাননাস্বরূপ একুশে পদকেও ভূষিত করেন। এর পরও যদি তারা আমাকে অসম্মান করে তবে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সরকারকেই অবমাননা করার শামিল।

অতি দ্রুত লিফটগুলো কার্যকর করার পদক্ষেপ নিচ্ছি। দুদকের তদন্ত কমিটি গঠন করা সাপেক্ষে আমরা কাউকে বহিষ্কার করতে পারি না, তবে অপরাধ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে পারব।’

তিনি আরো বলেন, ‘ফায়ার সিকিউরিটির কাজ জুনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু শাখা ছাত্রলীগ আমাকে এ কাজের বিষয়ে একাধিকবার বাধাগ্রস্ত করেছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে।’

সেমিস্টার ফি ও রিটেকের ফি নিয়ে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, যেহেতু এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ইউজিসির আয়-ব্যয় দেখাতে হবে। কিউআর কোড সংবলিত খাতা ও ইমপ্রুভমেন্ট সিস্টেমের বিষয় একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’